দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 DEC 1991
পৃষ্ঠা 1

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

এ্যাডমিশন টেস্ট নয়, এলিমিনেশন টেস্ট?

আবদাল আহমদ : আপনার শিশুর দাঁত কি পড়ে গেছে? বয়সের তুলনায় সে কি বেশি লম্বা? গায়ের রং কি কালো? চোখ কি ট্যারা? সে কি বেশি মেধাবী?

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করার ক্ষেত্রে এই বিপদ। ঢাকার ভাল স্কুলগুলোতে সন্তানের যোগ্যতা

● দাঁত পড়ে গেলে বয়স বেশি ● লম্বা হলে সিমিট্রি নষ্ট হয় ● ট্যারা চোখ চলবে না ● স্মার্ট হতে হবে

হিসাবে এ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা হয়।

কিন্তু যদি এমন হয়, আপনি একজন ভিআইপি কিংবা স্কুলকে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ডোনেশন দিতে পারেন, তবে সন্তানের ভর্তির ব্যাপারে আপনার আর কোন চিন্তা নেই। সন্তান ভর্তির ভিন্ন একটি সুযোগও আছে। সেটি হলো বাঁকা পথে কিছু খরচাপাতি করে ভর্তি করা।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এ্যাডমিশন টেস্ট

(প্রথম পৃঃ পর)

ঢাকার ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য ছেলেমেয়েকে কিভাবে তৈরি করতে হবে, কোন স্কুলে কি রকম ব্যবস্থা ইত্যাদি- স্কুলের প্রবেশিকা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেছে ভর্তির ঐসব কাহিনী।

বেশির ভাগ স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ধরা হয় ছয় বছর। কেজি বা শিশু শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বয়স হতে হবে সাড়ে চার থেকে পাঁচ বছর। কোন স্কুলে মৌখিক পরীক্ষা, কোন স্কুলে লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। আবার কোন কোন স্কুলে 'আইকিউ' টেস্ট করা হয়, 'স্মার্টনেস' দেখা হয়। এবার ভর্তির সময় বার্থ সার্টিফিকেট আছে কিনা তা দেখা হবে।

ক্লাস ওয়ানে ভর্তির জন্য বাচ্চাদের লিখিত পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন করা হয় তা হলো-১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা ইংরেজী ও বাংলায় লিখতে পারা, অ, আ কিংবা এবিসিডি লিখতে জানা, দুই ঘরের যোগ-বিয়োগ, হাতের কয়টি আঙ্গুল আছে লিখা, নিজের নাম বাংলা ও ইংরেজীতে লিখতে জানা ইত্যাদি।

মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং যা লক্ষ্য করা হয় তা হচ্ছে-সাধারণ কথোপকথন, পেনসিল ধরতে পারে কিনা সেজন্য ছবি আঁকতে দেয়া, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন করা যেমন-বাবার ভাই কি হয়, মায়ের বোন কি হয়, প্রকৃতি-পরিবেশ দেখিয়ে তার কাছে কোনটি কোন রঙ, কোনটি কি ইত্যাদি জানতে চাওয়া হয়, জীবজন্তু, যানবাহন এবং ফুলফলের ছবি দেখিয়ে কোনটি কি জানতে চাওয়া হয়, বাচ্চারা নিজেরা জুতার ফিতা বাঁধতে পারে কিনা, জামার বোতাম লাগাতে পারে কিনা এবং তারা কী খেতে ভালবাসে, কোন রঙ পছন্দ, কুকুরের কটি পা, গরুর রঙ কি, গাছের পাতার কি রঙ ইত্যাদি প্রশ্ন করা হয়। বাচ্চাদের বই, কলম, পেন্সিল, মোমবাতি দেখিয়ে কোনটি কি জানতে চাওয়া হয়।

রাজধানীর নামীদামী স্কুলে ভর্তির জন্য এখন এসব নিয়মই চালু আছে। অভিভাবকরা মনে করেন যে, আসলে এটা "এ্যাডমিশন টেস্ট নয়-এলিমিনেশন টেস্ট"। ছাত্র-ছাত্রীদের কি ভাবে বাদ দেয়া যাবে-সেটাই দেখা হয়। স্কুলগুলোয় এমন অনেক অদ্ভুদ নিয়ম চালু আছে যা অলিখিত। যেমন, দাঁত পড়ে গেলে কিংবা লম্বায় বেশী হলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করা হয় না। কোন কোন স্কুলে আবার যেসব ছাত্র-ছাত্রী সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে তাদের নেয়া হয় না। স্কুলগুলোতে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমেও কোন খুঁত আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। যেমন ট্যারা চোখ, রং কালো কিনা, হাতপায়ে সমস্যা আছে কিনা ইত্যাদি।

হলিক্রস স্কুলে যেসব মেয়ের একটা বা দু'টি দাঁত পড়ে গেছে তাদের বাদ দেয়া হয়। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই ভাল নম্বর পেলে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচনেরও নিয়ম আছে।

অগ্রণী স্কুলে লিখিত পরীক্ষা হয়। অ, আ লেখা, পাখি আঁকা, বাচ্চাদের নীল রং, লাল রং করতে দেয়া, দুটি ত্রিভুজ ও একটি চতুর্ভুজ বোর্ডে এঁকে বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোনটা অন্য রকম। এই স্কুলে সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিলে বাচ্চাদের অনেক ক্ষেত্রে নেয়া হয় না। এ স্কুলের মতে ঐ বাচ্চা অন্য ক্লাসের জন্য যোগ্য। অগ্রণী স্কুলে এলাকার মেয়েদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। স্কুলে ছাত্রীর বোন পড়াশুনা করলে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে সাড়ে চার থেকে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের বাছাই করা হয়। ৮০টি সীটের মধ্যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য ৬০টি সীট। বাকী ২০টি সীটে পরীক্ষা হয়। শিশুদের দাঁত পড়ে গেলে নেয়া হয় না। তবে এ স্কুলে "লম্বা" ফ্যাক্টর নয়। মৌখিক পরীক্ষায় দু'টি জিনিস দিয়ে শিশুদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কোনটি ভারী, কোনটি হালকা। সে গুনতে পারে কিনা তা দেখার জন্য পাঁচটি কাঠি উঠাতে বলা হয়। বিভিন্ন রঙের জিনিস দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় কোনটি কোন রঙ? জিজ্ঞাসা করা হয়-তোমার বাঁ হাতে কয়টি আঙ্গুল, দুধের রং কি ইত্যাদি। এ স্কুলে স্বাস্থ্য পরী- ক্ষাও করা হয়।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে নার্সারী ক্লাশে ভর্তির জন্য 'স্মার্টনেস' দেখা হয়। ছেলেমেয়েরা গান পারে কিনা, কিংবা ছড়া বলতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। ক্লাস ওয়ানে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা হয়।

ভিকারুন নিসা স্কুলে প্রথম শ্রেণীর প্রভাতী ও দিবা শাখায় ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। ক্লাস ওয়ানের জন্য বয়স পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ বছর হতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা বাংলা ও ইংরেজীতে লিখতে জানা, দুই সংখ্যার যোগ কিংবা বিয়োগ, ছবি আঁকা, অ আ কিংবা এবিসিডি লেখা ইত্যাদি থাকে।

আইডিয়াল হাইস্কুলে যে ক্লাসে ভর্তি হবে তার নীচের ক্লাসের জ্ঞান ভালভাবে না থাকলে ভর্তি করা হয় না। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী বাছাই করা হয়। এ স্কুলের ১২০টি আসনের মধ্যে কলোনীর জন্য কোটা আছে। ১৫ শতাংশ সীট এখানে ডোনেশনে দেয়া হয়। তবে ডোনেশনে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় তাদেরও পরীক্ষা দিতে হয় এবং পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর পেতে হয়।

ধানমন্ডি গভঃ হাইস্কুলে প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয়। প্রথম শ্রেণীতে ৫০টির মত এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৩৫টার মত সীট। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকতে হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয় শিশুর এ ধারণাগুলো আছে কিনা। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণী পাসের সমস্ত যোগ্যতা আছে কনা যাচাই করা হয়।

স্কুলে দাঁত পড়ে গেলে কিংবা লম্বা হলে ভর্তি নেয়া হয় না কেন সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে দাঁত পড়ে গেলে বয়স বেশী এবং লম্বা হলে ক্লাসের 'সিমিট্রি' নষ্ট হয় বলেই তা করা হয়।

নগরীর বেশ কয়েকটি স্কুলে ডোনেশনে ভর্তির নিয়ম চালু আছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু সীট বরাদ্দ থাকে। যারা মোটা অংকের টাকা অর্থাৎ ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা স্কুলকে ডোনেশন হিসাবে দিতে পারেন, তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়। স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য ভিআইপি'র ফোন খুব কার্যকর। বিশেষ করে সরকারী স্কুলগুলোতে। ভিআইপিকে ধরতে পারলে সহজেই ভর্তি হওয়া যায়।